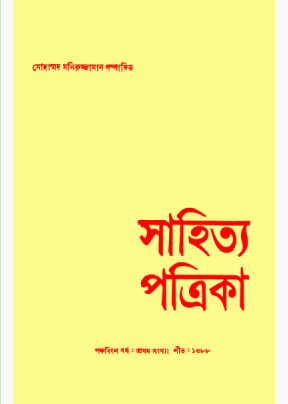

Vol. 25 | No. 1 | 1981

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কুমিল্লা-উপভাষায় ব্যক্তিসব নামরূপের ধ্বনিগঠন ও রূপমূল্ল-সমস্যার বিকল্পতত্ত্ব

Volume	25
Issue	1
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনিরুজ্জামান
Published online	December 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v25i1.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i1.9
Pages	175-181
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কুমিল্লা-উপভাষায় ব্যক্তিসর্বনামরূপের ধ্বনিগঠন ও রূপমূল-সমস্যার বিকল্পতত্ত্ব

মনিরুজ্জামান

বর্ণনামূলক কিংবা ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় উপভাষা প্রসঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিকগণ এখন আগের তুলনায় অনেক বেশী সচেতন। বাংলা ভাষার আলোচনায়ও তাই এর যে-কোন উপভাষার গুরুত্বের কথা আমাদের সমভাবে ভাবতে হয়। বক্ষ্যমান আলোচনা কুমিল্লার স্থানীয় ভাষার একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক-রূপতাত্ত্বিক সমস্যার ওপর নিবদ্ধ। অনুরূপ রূপমূল সন্ধানে পূর্বসূরীগণ বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে স্বরসঙ্গতি-সূত্র ও তার বিকল্পে সন্ধি-সূত্রের কথা ভেবেছেন (দ্রষ্টব্য শহীদুল্লাহ ১৩৬৫ : ১৩১)।

বাংলা ভাষাভাষী ভূ-ভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সীমান্তে কুমিল্লার উপভাষার ব্যবহার ; এবং প্রায় আড়াই হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা আজ সার্ধ ৬০ লক্ষ। খরস্রোতা নদী, পার্বত্য উচল ভাঙ্গা ও মেঘনা নদীর বহু ব-দ্বীপ নিয়ে এর ভূ-সংস্থান। অতীতকাল থেকেই বহু রাজন্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্ররূপে 'সমতট' বা ত্রিপুর-রাজ্যের প্রধান ভূমি কুমিল্লা কৃষ্টি-প্রেমীদের মনে প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে। কুমিল্লা লোক-সংস্কৃতিতেও উন্নত এবং দরবারের বহু পুর-কীর্তি আজ কিংবদন্তীর অমর আশ্রয়ে ধন্য।

পূর্বসূরীগণের আলোচনার (দ্রষ্টব্য, গোপ ১৩৩৪ প্রভৃতি) পরিপ্রেক্ষিতে এই উপভাষার 'ধ্বনিতত্ত্ব' নিয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি (দ্রষ্টব্য মনিরুজ্জামান, ১৯৭৯)। বর্তমান নিবন্ধে কুমিল্লার সর্বনামপদে মধ্যমপুরুষের গঠনব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা দেখবো, এর বিভিন্ন রূপমূল বা বৈচিত্র্যের মূলে রূপতাত্ত্বিক গঠনরীতির বিকল্প ধ্বনি-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান।

মধ্যম পুরুষের চিহ্ন ও রূপ

প্রথমে দেখা যাক এখানে মধ্যম পুরুষের রূপগুলি কি। কুমিল্লার বিভিন্ন অঞ্চলে এর রূপ বিভিন্ন। সন্দ্বিপী-কুমিল্লা ও ভিন্ন উপভাষাভাষী (বর্তমানে) স্থায়ী বাসিন্দা এবং উপজাতীয়দের ভাষা বাদ দিয়ে মূল কুমিল্লা উপভাষীদের মধ্যে যে রূপগুলি পাওয়া যায় সে গুলি নিম্নরূপ (১-২) :

(১) ক. তুঁই ; তুমি
খ. তো'মি

(২) ক. তোঙা ; তোঁড়া ; তঁড়া ; তোমড়া
খ. তো'ঙ্গো

[এ ছাড়াও আছে তুচ্ছার্থে 'তুই'। এবং সম্মানার্থ 'আপনি' বাচক শব্দসমূহ আপাততঃ এ অলোচনার বহির্ভূত]।

উল্লিখিত রূপসমূহের (১-২) একবচন ও বহুবচনের পর্যায়ে যথাক্রমে

(১) {—ই} এবং (২) {—ডা} ও সম্বন্ধ রূপে {—গো} বচনজ্ঞাপক বদ্ধরূপমূল।

[তীর্যক চিহ্ন ও অপরাপর রূপচিহ্ন এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।]

মধ্যমপুরুষের এই চিহ্নসমূহ বাদ দিলে মূল শব্দরূপে (বা রূপমূলে)-র গঠনে ম/ন প্রভৃতি কতকগুলি পরিবর্তকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়:

-ম → তুম-; তো'ম, তোম—

-ন → তোন

-ং → তোং

+৺ → তোঁ-, তুঁ-

(এখানে ঋণাত্মক চিহ্ন দ্বারা অক্ষর মধ্যে অন্ত্য নাসিক্য ব্যঞ্জনের ও ধ্বনাত্মক চিহ্ন দ্বারা অধি-ধ্বন্যানুর বা আনুনাসিকতার ব্যবহার বোঝানো হয়েছে।)

বচন ভেদে এগুলির পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে (৩-৪):

(৩) তুম-, তো'ম-, তুঁ-

(৪) তোম-, তোন-, তোঁ-, তুঁ-;
তোং

এই ন, ং এবং ৺ নাসিক্যব্যঞ্জন ও অধি-ধ্বনিগুলি -ম-এর সহধ্বনি নয়। বিশেষ ধ্বনি পরিবেশে সমীভবনজাত রূপান্তর। সহরূপমূল গঠনে এই রূপসমূহের পরিপূরক অবস্থানের গুরুত্ব থাকতে পারে। ধ্বনি পরিবেশ হিসাবে এগুলি নিম্নের তিনটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত (৫—৭)।—

(৫) → ম / স্বর—ই #

(৬) → {ন, ং} / স্বর—না, ব্য, স্বর #

(৭) → ৺ / $\begin{Bmatrix} \text{ব্য—ব্য. স্বর} \\ \text{ব্য. দ্বিস্বর—} \end{Bmatrix}$ #

(এখানে → রূপান্তর বা ব্যবহৃত ধ্বনির মান ও তীর্যক রেখা=পরিবেশ জ্ঞাপক এবং ড্যাশ্ বা শূন্যস্থান=রূপান্তরের ক্ষেত্র নির্দেশক। স্বর=স্বরধ্বনি, ব্য=ব্যঞ্জন ধ্বনি, { } = বিকল্পক।)

এই রূপান্তরসমূহ বিশেষ ধ্বনিসূত্র অনুযায়ী ও নির্দিষ্ট পরিবেশ সীমায় রূপান্তরিত বা উৎপাদিত। প্রত্নরূপে এ ক্ষেত্রে একটাই * ম পুনর্গঠন করা যায়। এর অর্থ, কুমিল্লায় বিভিন্ন সময়-স্তরের ভাষার সহ অবস্থান ঘটেছে। বিভিন্ন রূপের রূপমূলগত মর্যাদা তাই আমাদের বিভ্রান্ত করে (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট)।

এ ক্ষেত্রে মূল রূপ নির্ণয়ে ভিন্ন (রূপতাত্ত্বিক ভিন্ন) পদ্ধতি প্রস্তাব করা যেতে পারে।

পশ্চাদধ্বনির গঠন : রূপমূলে ধ্বনিসূত্রের সীমাবদ্ধতা

নিম্নে আমরা শব্দরূপে ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশ ও ধ্বনির অবস্থান লক্ষ্য করে সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করবো। লক্ষ্য যোগ্য, এই স্বরধ্বনির প্রায় সবগুলিই পশ্চাদধ্বনি এবং তার বিস্তার জিহ্বার উচ্চতার প্রায় সবগুলি ঘাটকেই স্পর্শ করে আছে, যথা—

(৮) উচ্চ : তুম-, তুঁ-
মধ্যোচ্চ : তো'ম-, তো':- (তো'ঙ-)
নিম্নোচ্চ : তোম-, তোন-, তোঁ-
উচ্চ নিম্ন : তুঁ—

[কোনও কোনও অঞ্চলে নিম্ন ধ্বনিও সম্মানার্থে পাওয়া যায় {তা-}]

বিশেষ ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশে বাংলাভাষার স্বরসঙ্গতি-প্রবণতা প্রায় উপভাষায় বিদ্যমান (দ্র. মনিরুজ্জামান ১৯৭৭)। এ ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যাবে দুটি সূত্র এখানে প্রধানভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে, যথা (৯-১০) :

(৯) উ→ও / ব্য. $\left\{\begin{matrix}ও\\আ\end{matrix}\right\}$

(১০) উ→অ /———আ #

উভয় সূত্রই বহুবচনের রূপগুলির গঠনে লক্ষ্য করা যাবে। একবচনের রূপগুলি সেক্ষেত্রে মৌলিক (base) বিবেচ্য হতে পারে। কিন্তু একবচনের রূপে স্বরসঙ্গতির কোন প্রভাব ব্যতিরেকেই ধ্বনির গঠন লক্ষ্য করা যায়। (তুং. সূত্র নং ১৪, ১৫-নীচে)।

একই কারণে বহুবচনের {তো'ঙো} রূপে স্বরসঙ্গতিই ক্রিয়াশীল একথা মানা কষ্টকর। এ ক্ষেত্রে (৯ক) সূত্র কার্যকর নয়, বরং এটি একটি স্বাধীন ব্যবহার।

* (৯ক) উ→ও' /———ব্য. $\left\{\begin{matrix}ও\\আ\end{matrix}\right\}$ #

(এখানে বিশেষ সূত্রের পূর্বে তারকা * চিহ্ন প্রত্নরূপ বাচক নয়, উৎপাদনমূলক রূপান্তরী ব্যাকরণগত নিয়মে অসম্ভাব্যতা নির্দেশক। অন্যত্র বিশেষ ধ্বনি বা রূপমূলের পূর্বে তা' ঐতিহাসিকতা জ্ঞাপক।)

অন্তর্প্রমাণ ও বহির্প্রমাণ

এখন আমাদের তিনটি শব্দ বা শব্দাণু নিয়ে দেখতে হবে এদের মূল শব্দরূপটি (রূপমূল) চিহ্নিত করা যায় কিনা। এক্ষেত্রে সহরূপমূলগুলিতে রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশ তথা অবস্থান বৈপরীত্য আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। ওপরের উদাহরণসমূহ থেকে আমরা সম্ভাব্য প্রতিযোগী রূপমূল হিসাবে এই গুচ্ছটি পাই ;

(১১) তুম-
তো'ম-
তোম-

প্রথম উদাহরণ ক্ষেত্রে (ই)-প্রতিবেশে ও→উ অর্থাৎ {তোম / তো'ম→তুম} স্বরসঙ্গতি ঘটিত মনে হতে পারে। এ সূত্র কার্যকর হলেও আমাদের সমস্যা থাকে ত্রিবিধ। এগুলি ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তরে বিবেচ্য, যথা :

উ / ও, ও / ও', ও' / উ ····[দ্রষ্টব্য-(১৩) প্রভৃতি, নীচে]

এতদসত্ত্বেও / ও / ধ্বনির উচ্চক্রমে অর্থাৎ ও' এবং উ-তে পরিণত হওয়ার হেতু স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় (তুলনীয় সূত্র নং ১৪, ১৫)।

কুমিল্লার সর্বত্র উ-ধ্বনি থাকলেও স্বরসঙ্গতির নিয়ম সর্বত্র এক নয়। পরবর্তী 'অক্ষরের' নিম্নস্বরধ্বনি পূর্ববর্তী অক্ষরের উচ্চস্বরধ্বনির প্রভাব গ্রহণের ক্ষেত্রে অঞ্চল সাপেক্ষে বিভিন্নতা ঘটে——

(১২)	ক.	কোতোয়ালী	চি. অন (চিকণ)
	খ.	মুরাদ নগর	চি. উন ,,
	গ.		চি. য়ুন ,,

অতএব, ও'-ধ্বনির ব্যবহার বিশেষ অঞ্চলে অর্থ পার্থক্য আনে কিনা, তা ন্যূনতম জোড় ও ধ্বনির অবস্থান দ্বারা প্রমাণ নেয়া এখানে আবশ্যক।

কোতোয়ালী (মেহেরকুল) তে / ও' / ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ্যযোগ্য——

(১৩) ও / ও'=হোনি (চিরুণী) : হো'নি (লাঙ্গলের অংশ বিশেষ)
ও' / উ=বো'ক (বুক) : বু'ক (ভুখ)
('=চিহ্ন এখানে প্রস্বর বা টান জ্ঞাপক।)

এই ধ্বনির মর্যাদা সম্পর্কে আগে কোথাও আলোচিত হয় নি। ঐতিহাসিকতঃ এটি শুধু কুমিল্লার ধ্বনি টানের সাথেই সংশ্লিষ্ট হওয়া সম্ভব কিনা জানি না, তবে এটি যে মহাপ্রাণতা নিরপেক্ষ ওপরের উদাহরণেও তা স্পষ্ট। ('মহাপ্রাণতা' লোপ বা দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে বাংলা উপভাষায় ও অন্যান্য ভারতীয় আর্যভাষায় কি কি ধ্বনি বৈশিষ্ট্য বা 'ফিচার' দেখা দিয়েছে এ বিষয়ে আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি (দেখুন—মনিরুজ্জামান ১৯৭৪)। এই ধ্বনিই ওপরের {তো'মি} এবং {তো'ঙ্গো} রূপমূলে স্বরসঙ্গতিসূত্রের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ধ্বনিমূল নিয়মে সিদ্ধ হয়েছে।

এখানে অনুমান করতে পারি যে উ/ও ধ্বনি সম্পর্ক সমকালীন, কিন্তু /ও'/ ঐতিহাসিক। অর্থাৎ ধ্বনি হিসাবে কুমিল্লায় ও'-ধ্বনি উ-ধ্বনির পূর্বে বা সমকালে বিবর্তিত।

বহির্প্রমাণে দেখা যায় এই বাংলা সর্বনামের রূপমূল গঠনে মৌলিক একক (base) হিসাবে রূপবিশেষই গৃহীত হয়ে এসেছে। কিন্তু আসাম থেকে পুর্ণিয়া, বিহার বা হিন্দী অঞ্চল পর্যন্ত এই শব্দরূপের নানা বৈচিত্র্য আমাদের এ বিষয়ে আরো গভীর পর্যবেক্ষণ দাবী করে। এ ছাড়া অসমীয়া 'তুমসার', বিহারী 'তু-লোগ' ও পুর্ণিয়ার 'তুমসা(র)' এবং প্রাচীন বাংলায় 'তুম'—কিংবা অপভ্রংশ স্তরের 'মহাপ্রাণ—ম' অর্থাৎ ম্হ-যুক্ত *তুম্হ (যার উৎপত্তি উষ্মধ্বনিযুক্ত 'ম' থেকে ; এরই ভিন্নরূপ কি {তুমসা-} প্রভৃতিতে রক্ষিত আছে?)-এর পাশে হিন্দী প্রভৃতির {তোম-}, আসামের {তোমাসা}, {তোমালোকর}, {তোমাসব},

বিহারী {তোমসা} (যেমন ভোজপুরিতে) প্রভৃতি দৃষ্টে যাঁরা ওপরের যুক্তি খণ্ডন করতে চান, তারাও অবশ্য উপভাষামিশ্রণ-জনিত দ্বি-রূপমূলের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করবেন না।

এই যুক্তি টিকলে কুমিল্লায় 'তুমি' রূপ উপভাষিক ঋণ ভাবা যেতে পারে। এর ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও ওপরে দেওয়া হয়েছে! এবং 'তোম-'রূপও স্বরসঙ্গতিজাত মাত্র।

অতএব কুমিল্লার ব্যক্তিসর্বনামবাচক শব্দের কর্তৃকারকের একবচন রূপ [তো'ম]। এ ক্ষেত্রে ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রগুলি নিম্নরূপ—

(১৪)　ও' → উ / ——(ব্য)ই #　(এক বচনে)

(১৫)　ও' → { ও / অ } / ——(ব্য) আ #　(বহু বচনে)

এই সূত্র অনুযায়ী তুমি, তুঁই (১ বচন), তোঙা, তোঁডা, তঁডা, তোমডা (বহুবচন)-রূপের ব্যাখ্যা সহজ হয় ও তা নাতিদীর্ঘীকরণ (Linguistic economy) নীতিতে গ্রহণ করা যায়। {তো'ঙ্গো}-রূপে কোন স্বরসঙ্গতি হয় না, তারও ব্যাখ্যা থাকে।

সিদ্ধান্ত

অতএব দেখা যায়, কুমিল্লায় মধ্যমপুরুষের রূপ সমকালীন ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং রূপমূল-গত ঐতিহাসিক সূত্রে উদ্ভূত। এ ক্ষেত্রে {তুমি} এবং {তো' মি} উভয় রূপকেই রূপমূল হিসাবে গ্রহণ করলে উদার দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভাষা-চিন্তার ক্ষেত্র আরো প্রসারিতই করা হয়।

কুমিল্লার ভাষাতত্ত্বে শব্দরূপের ও ধ্বনির ব্যবহারিক (Functional distribution) অবস্থান বাংলা ভাষার ইতিহাসের একটি অজ্ঞাত তথ্য বুঝতে খুবই প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়। এ বিষয়ে আরো গবেষণা হওয়া দরকার।

পরিশিষ্ট

পরীক্ষা করলেও -স-ধ্বনিলোপ, আনুনাসিকতা, সমস্থানীয় নাসিক্যীভবন ও সমীভবন প্রভৃতি সূত্রের দ্বারা সময়কালের গভীরতা বহুদূর নিতে পারা যায় না। এ থেকে সহজেই উপভাষা মিশ্রণের সম্ভাবনার কথা ভাবা যায়। সমকালীন মাত্রায় তাই তুঁই, তুই ও তুমি-র ব্যবহার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

শিষ্টভাষায় মধ্যমপুরুষের একবচনে কর্তৃকারকের রূপ 'তুমি'-তুচ্ছার্থে 'তুই'। কুমিল্লায় তুচ্ছার্থ রূপটি একই থেকেছে, কিন্তু সাধারণ বা ব্যবহারিক রূপটি 'তুঁই'-ব্যক্তিভেদে ও পরিবেশ সাপেক্ষে 'তুমি'।

তুচ্ছার্থ প্রয়োগ হয় সাধারণতঃ সমাজের নিম্ন শ্রেণীর প্রতিই। এর পেছনে থাকে সমাজতাত্ত্বিক-ভাষাতাত্ত্বিক হেতু। 'তুই' শব্দের ব্যবহার এ ভাষায় তাই স্বাভাবিক প্রয়োগ নয় অর্থাৎ সাধারণ প্রবাহ থেকে আসেনি {দ্রষ্টব্য নীচে (খ)}। একই কারণে 'তুমি' শব্দের ব্যবহারও দেখি সীমিত। অতএব রূপমূলগত গঠন সাদৃশ্য এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক-এর ব্যবহারিক মাত্রা অধিকদূরগামী নয়। অথচ 'তুঁই' শব্দের প্রত্নরূপে * 'তুমি' থাকা

বাঞ্ছনীয়। সে ক্ষেত্রে 'তো'মি' রূপ নিয়েই কুমিল্লা উপভাষা হিসাবে স্বতন্ত্র হয়েছে বোঝা যায় (Shared Innovation)। বৃক্ষ-চিত্র ও পরিবর্তনের কালপরম্পরা নির্দেশক চিত্রে নিম্নে তা' ব্যাখ্যা করা গেল :

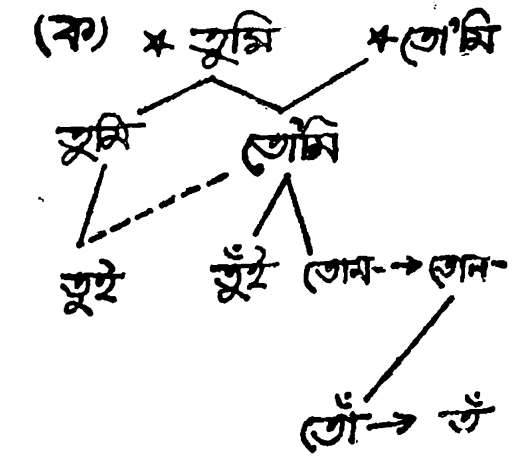

=(উপভাষা মিশ্রণ)

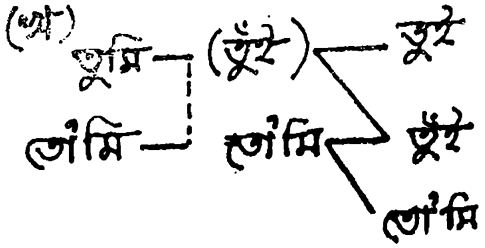

=(উপভাষা মিশ্রণের কালপরম্পরা)

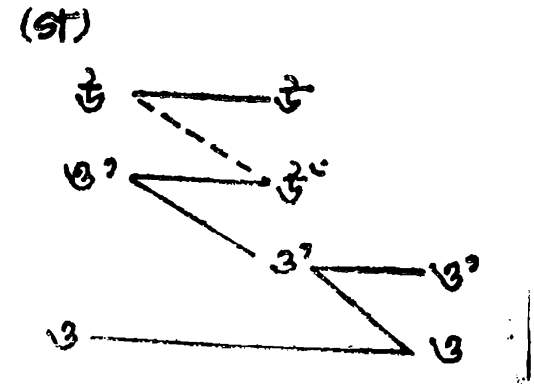

=(ধ্বনি পরিবর্তনের ক্রম ও সূত্রধারা)

অতএব, কুমিল্লায় ও তার পার্শ্ববর্তী কোনও কোনও উপভাষায় প্রত্নস্তরে শিষ্টরূপটি যাই থাকুক, এর ব্যবহারিক রূপটি ছিল ভিন্ন। প্রত্নরূপমূলে যে সব ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারি, সেগুলোর ইংগিত তাতে বর্তমান রয়েছে। এগুলিতে স্বরসঙ্গতির নিয়ম অপেক্ষা ক্রমবদ্ধ ধ্বনিসূত্র তথা ক্রমান্বিত ঐতিহাসিক সূত্রের সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষার বিবর্তনে আগ্রহীদের নিকট কুমিল্লা উপভাষার গঠন ও ব্যবহার একটি নতুন সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করবে।

সূত্রনির্দেশ

শহীদুল্লাহ, ডঃ মুহম্মদ (১৯৬৫) : বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত।
ঢাকা, পৃষ্ঠা, ৶.+১৯৪+পরিশিষ্ট, পীঠিকা

গোপ, শ্রীগৌরচন্দ্র (১৩৩৪) : ত্রিপুরা জিলার কথ্যভাষা। 'কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকাশিত।' প্রস্তাবনা : শ্রীবৈকুণ্ঠচন্দ্র দত্ত। পৃষ্ঠা, ২৪৯

মনিরুজ্জামান (১৯৭৪) : 'Aspiration in some Bengali Dialects'. Paper read in the Vth AFI Conference, New Delhi (forthcoming in the *proceeding of the conferenee.*)

(১৯৭৭) : *Controlled Historical Reconstruction Based on Five Bengali Dialects.* Ph. D. Thesis, Univ. of Mysore, South India (Submitted). Typed pages XII, 410

(১৯৭৯) : 'ত্রিপুরা জেলার কথ্যভাষার সন্ধানে'। তোলপাড়, ২১শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা : পৃষ্ঠা, ১-৮